কালিমাতুত তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুস সুন্নাহ

সূচিপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

কালিমাতুত তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’

প্রথম শর্ত: আল ইলম (জ্ঞান) ০৮
দ্বিতীয় শর্ত: আল ইয়াক্বীন (দৃঢ় বিশ্বাস) ০৮
তৃতীয় শর্ত: আল ইখলাছ (একনিষ্ঠতা বা আন্তরিকতা) ০৯
চতুর্থ শর্ত: আছ ছিদক্ব (সত্যায়ন) ০৯
পঞ্চম শর্ত: আল মাহাব্বা (ভালোবাসা) ১০
ষষ্ঠ শর্ত: আল ইনক্বিয়াদ (বশ্যতা স্বীকার করা) ১০
সপ্তম শর্ত: আল ক্ববূল (গ্রহণ করা) ১১
অষ্টম শর্ত: আল কুফরু (অস্বীকার করা) ১১

ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ

প্রথম: আল্লাহর ইবাদতে শিরক করা ১৩
দ্বিতীয়: আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে মাধ্যম তৈরী করা ১৩
তৃতীয়: মুশরিকদেরকে কাফির মনে না করা ১৩
চতুর্থ: অন্যের হিদায়াত রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিদায়াত অপেক্ষা অধিক পরিপূর্ণ মনে করা ১৪
পঞ্চম: দীনের কোন বিষয়ের প্রতি ক্রোধ (বিদ্বেষ), অবজ্ঞা পোষণ করা ১৪
ষষ্ঠ: দীনের কোন অংশ, নেকী অথবা শাস্তি নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা ১৪
সপ্তম: যাদু করা ১৪
অষ্টম: মুশরিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য সহায়তা করা ১৫
নবম: শরী‘আত মানতে বাধ্য নয় মনে করা ১৫
দশম: আল্লাহর দীন হতে সম্পূর্ণ বিমূখ থাকা ১৬
পরিত্রাণের উপায় ১৬

প্রকাশকের অভিমত

কালিমার দাবি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যত সব মাবূদ আছে তাদের ইবাদত ত্যাগ করা। কালিমাতুত তাওহীদের না বোধক বাণী "লা-ইলাহা" দ্বারা এটা বোঝানো হয়েছে। আর কালিমায়ে তাওহীদের হাঁ বোধক বাণী "ইল্লাল্লাহ" দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহর সাথে কোন কিছুর শরীক না করে একমাত্র তারই ইবাদত করা। অনেক লোক এ কালিমা উচ্চারণ করে ঠিক, কিন্তু বাস্তবে তার দাবির বিপরীত কাজ করে। ফলে মুখে সে আল্লাহ ছাড়া অন্যের মাবূদ হওয়া অস্বীকার করলেও বাস্তবে তা সৃষ্টজীব, কবর, মাযার, ত্বগূত, গাছ-পালা, পাথর ইত্যাদিকে মাবূদ হিসাবে গ্রহণ করে। অতএব কোন ব্যক্তি যদি এ কালিমা মুখে উচ্চারণ করে কিন্তু বাস্তবে তা গ্রহণ করতঃ সে অনুযায়ী আমল না করে তবে সে ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

{إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ}

[الصافات: ٣٥، ٣٦]

তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত এবং বলত, আমরা কি এক উম্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব। *(সূরা সফ্ফাত ৩৭:৩৫-৩৬)*

কবরপূজারীদের অবস্থা এমনই। কারণ তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সত্ত্বেও কবর পূজা পরিত্যাগ করেনি। তাই তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থকে গ্রহণকারী বলে গণ্য হবে না।

নিঃসন্দেহে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালিমাটি হচ্ছে দীনের মূল। এর সাথে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল এ সাক্ষ্য সংযুক্ত হয়ে কালিমাটি ইসলামের প্রথম রুকন হয়েছে।

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল বলার দাবি হচ্ছে: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করা, তাকে সত্যায়ন করা, তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকা, নবাবিষ্কৃত সকল তরীকা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র তার সুন্নাত মুতাবেক আমল করা এবং তার কথাকে সকল মানুষের কথার উপর প্রাধান্য দেয়া।

মোঃ মোশাররফ হোসেন
প্রোপ্রাইটর, মাকতাবাতুস সুন্নাহ। মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১

কালিমাতুত তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’

নিঃসন্দেহে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কালিমাটি হচ্ছে দীনের মূল। এর সাথে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম[১] আল্লাহর রসূল এ সাক্ষ্য সংযুক্ত হয়ে কালিমাটি ইসলামের প্রথম রুকন হয়েছে। যেমনটি আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

بني الإسلام على خمسٍ: شهادة أنْ لا إله إلا اللهُ وأنَّ محمَّدا رسولُ اللهِ، وإقام الصَّلاة، وإيتاء الزَّكاة، وصيام رمضان، والحْجِ "

ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল, ছ্বলাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমাদ্বানের ছ্বিয়াম পালন করা ও হাজ্জ করা[২]।

قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى الله عليه وسلَّم لمعاذ بن جبلٍ حين بعثه إلَى اليمنِ: إنَّك ستأْتِي قوما منْ أهْلِ الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلَى أنْ يشْهدوا أنْ لا إله إلا اللهُ، وأنَّ محمَّدا رسولُ اللهِ ، فإنْ هم طَاعوا لَك بذَلك، فأَخبرهم أنَّ اللهَ قدْ فرض عليهم خمس صلوات في كُلِ يوم وليْلَة، فإنْ هم طَاعوا لَك بذلك فأَخبرهم أنَّ اللهَ قدْ فرض عليهم صدقةً، تؤْخذُ منْ أغنيائهم فتردُّ علَى فُقرائهم

---

[১] শাহাদাতু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহর শর্তাবলী নিম্নরূপ:

(১) স্বীকারোক্তিসহ আন্তরিক ও বাহ্যিকভাবে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালাতকে বিশ্বাস করা।

(২) প্রকাশ্যে এ কালিমাটুকু মুখে উচ্চারণ করা।

(৩) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করা। তিনি যে সত্য নিয়ে এসেছেন সে অনুযায়ী আমল করা। যে সকল বাতিল থেকে নিষেধ করেছেন তা হতে দূরে থাকা। (সূরা আল হাশর ৫৯:৭, সূরা আন নিসা ৪:৫৯)

(৪) তিনি অতীত ও ভবিষ্যতের যে সকল অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন তা সত্যায়ন করা।

(৫) নিজের জীবন, ধন-সম্পদ, সন্তানাদি, পিতা-মাতা এবং সকল মানুষ থেকেও রসূলকে বেশী ভালোবাসা। (ছ্বহীহ বুখারী হা/১৪, ১৫)।

(৬) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথাকে সকলের কথার উপর প্রাধান্য দেয়া এবং তার সুন্নাত অনুযায়ী আমল করা। (সূরা আল হুজুরাত ৪৯:১-৩)।

[২] ছ্বহীহঃ বুখারী হা/৮, মুসলিম হা/১৬

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুয়ায ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে ইয়ামান দেশে (শাসক হিসেবে) প্রেরণ করেন, তাকে বলেন: নিশ্চয় তুমি এমন সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ যারা আহলে কিতাব (ইয়াহূদী-খ্রিষ্টান)। তাদের সর্বপ্রথম আহ্বান জানাবে এ কথার সাক্ষ্য দিতে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল। তারা যদি একথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত ফরয করেছেন। তারা যদি এটা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। যা তাদের মধ্যকার ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে তাদের মধ্যকার গরীবদের মাঝে বন্টন করা হবে[৩]। এক্ষেত্রে আরও অনেক হাদীছ বিদ্যমান।

শাহাদাতে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই। এ কথাটি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য সবকিছুর ইবাদত বা দাসত্বকে অস্বীকার করে। আর ইবাদত এককভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

এসব এজন্য যে, আল্লাহই সত্য এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে এরা যাদেরকে ডাকে তারা সবাই বাতিল-মিথ্যা। আর আল্লাহই পরাক্রমশালী ও মহান। *(সূরা হাজ্জ ২২:৬২, সূরা লুকমান ৩১:৩০)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ [٢٣:١١٧]

যে আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে, যে বিষয়ে তার কাছে প্রমাণ নেই; তার হিসাব কেবল তার রবের কাছে। নিশ্চয় কাফিররা সফলকাম হবে না। *(সূরা আল মুমিনুন ২৩:১১৭)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ [٢:١٦٣]

আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। তিনি অতি দয়াময়, পরম দয়ালু। *(সূরা আল বাকারা ২:১৬৩)*

---

[৩] ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৩৪৭।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর 'ইবাদত করে তারই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে। *(সূরা আল বাইয়্যিনা ৯৮:৫)*

এরূপ অর্থবোধক আয়াত অনেক রয়েছে। এ মহান কালিমা থেকে পাঠকারী উপকৃত হবে না, শিরকের বৃত্ত থেকে মুক্তি পাবে না যতক্ষণ না সে তার অর্থ জানবে, তাকে সত্যায়ন না করবে এবং তার দাবি অনুযায়ী আমল না করবে।

মুনাফিকরা এ কালিমা পাঠ করেছে, কিন্তু তারপরও তারা জাহান্নামের অতল তলে অবস্থান করবে[৪]। **কেননা তারা অন্তর দিয়ে তা বিশ্বাস করেনি, আর তার দাবি অনুযায়ী একনিষ্ঠভাবে আমল করেনি।**

অনুরূপভাবে ইয়াহূদীরাও কালিমাটি পাঠ করেছে অথচ তারা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় কাফির, এজন্য যে তারা কালিমার দাবি অনুযায়ী আমল করেনি।

এমনিভাবে কবর পূজারীরা এবং উম্মাতের নামধারী ওলীরা এ কালিমা পাঠ করেছে; কিন্তু কথা, কাজ ও বিশ্বাসে কালিমার বিপরীত পথে চলতে থাকে। এ কারণে কালিমা তাদের কোন উপকারে আসবে না। কালিমা যতই পাঠ করুক তারা প্রকৃত মুসলিম হতে পারবে না। কেননা কথা, কাজ ও বিশ্বাসের মাধ্যমে তারা কালিমার দাবিকে নষ্ট করেছে।

বিদ্বানগণ এ কালিমার ৮টি শর্ত উল্লেখ করেছেন। যথা:

১। الْعلم আল ইল্‌ম (জ্ঞান)

২। الْيَقِين আল ইয়াক্বীন (দৃঢ় বিশ্বাস)

৩। الْإِخْلَاص আল ইখলাছ (একনিষ্ঠতা বা আন্তরিকতা)

৪। الصدْق আছ ছিদক্ব (সত্যায়ন)

৫। الْمحبَّة আল মাহাব্বা (ভালোবাসা)

৬। الانقياد আল ইনক্বিয়াদ (বশ্যতা স্বীকার করা বা মেনে নেয়া বা রাজী থাকা)

৭। الْقبول আল ক্ববূল (গ্রহণ করা)

---

[৪] দেখুন, সূরা আন নিসা ৪:১৪৫

৮। الكفر আল কুফরু (অস্বীকার করা)।

শর্তগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:

১। العلم আল ইল্‌ম (জ্ঞান): অর্থাৎ এমনভাবে কালিমার অর্থ জানা যাতে 'না' বাচক ও 'হ্যাঁ' বাচকের অজ্ঞতা বিদূরিত হয়। এ কালিমার অর্থ হল: আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ বা উপাস্য নেই। অতএব আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত মানুষ আর যা কিছুর ইবাদত করে তা সবই মিথ্যা/বাতিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

অতএব জেনে রাখো, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ বা উপাস্য নেই। *(সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৯)*

من ماتَ وهو يعلَم أنَّه لا إلَهَ إلَّا الله، دَخَل الجَنَّةَ

যে ব্যক্তি 'আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ বা উপাস্য নেই' এর নিশ্চিত জ্ঞান নিয়ে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে[৫]।

২। اليَقين আল ইয়াক্বীন (দৃঢ় বিশ্বাস): যা সন্দেহ, সংশয়, দ্বিধা-দ্বন্দের বিপরীত। অতএব এ কালিমাতুত তাওহীদ পাঠকারীর অন্তরে এ দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে, আল্লাহ তা'আলাই প্রকৃত ইলাহ-উপাস্য।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وأَنِّي رسولُ الله، لا يلْقَى اللهَ بهِمَا عبدٌ غيرَ شاكٍّ فيهِمَا، إلَّا دَخَل الجَنَّةَ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ-উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। যে কোন বান্দা এ দু'টি বিষয়ের প্রতি সন্দেহাতীত দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে[৬]। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾

মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। *(সূরা আল হুজুরাত ৪৯:১৫)*

---

[৫] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬।

[৬] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭।

৩। الْإِخْلَاص আল ইখলাছ (একনিষ্ঠতা/আন্তরিকতা): অর্থাৎ বান্দা তার যাবতীয় ইবাদত নির্ভেজালভাবে তার পালনকর্তা আল্লাহর জন্যই সম্পন্ন করবে। সে যদি ইবাদতের কোন কিছু আল্লাহ ব্যতীত কারো উদ্দেশ্যে করে, যেমন: নাবী বা ওলী বা ফেরেশতা বা মূর্তি বা জিন ইত্যাদি, তবে সে আল্লাহর সাথে শিরক করল এবং ইখলাছের শর্তকে নষ্ট করল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾

অতএব আল্লাহর 'ইবাদত কর তারই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। *(সূরা আয যুমার ৩৯:২)*

﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾

বল, নিশ্চয় 'আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন আল্লাহর ইবাদত করি তার-ই জন্য আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে। *(সূরা আয যুমার ৩৯:১১)*

﴿قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾

বল, আমি 'আল্লাহর-ই ইবাদত করি, তারই জন্য আমার আনুগত্য একনিষ্ঠ করে।' *(সূরা আয যুমার ৩৯:১৪)*

ক্বিয়ামাতের দিন রসূলের শাফা'আত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি যে একনিষ্ঠচিত্তে/খালিছ অন্তরে لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে[৭]।

৪। الصِّدْق আছ ছিদক্ব (সত্যায়ন): অর্থাৎ এমনভাবে এ কালিমা বলবে যে, সে তাতে সত্যবাদী থাকবে। তার অন্তর হবে মুখের কথার মুতাবেক। মুখের কথা হবে অন্তরের মুতাবেক। শুধু যদি মুখে উচ্চারণ করে, আর তার অন্তর কালিমার অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্বাস না করে, তাহলে কোন লাভ হবে না। ফলে অন্যান্য মুনাফিকদের মতো সেও কাফিরে পরিণত হবে। আর মৌখিক স্বীকৃতি ও আন্তরিক বিশ্বাস সঠিক কিনা তা আমল দ্বারা সত্যায়িত হবে।

من مات وهو يشْهد أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسولُ الله صَادقًا من قَلْبه، دَخَل الْجَنَّةَ

যে ব্যক্তি অন্তরের সত্যবাদিতার সাথে 'আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ-উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল' এ কথার সাক্ষ্য দিবে, এমতাবস্থায় মারা গেলে জান্নাতে প্রবেশ করবে[৮]।

---

[৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/৯৯।

[৮] ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/২২০০৩।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنَ النَّاسِ من يقُولُ آمنَّا باللَّه وَبالْيَوْم الْآخرِ وما هَم بمُؤْمنينَ

আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি অথচ তারা মুমিন নয়। *(সূরা আল বাকারা ২:৮)*

৫। الْمحبَّة আল মাহাব্বা (ভালোবাসা): আল-মাহাব্বা হলো ঘৃণা, অবজ্ঞা ও অপছন্দের বিপরীত। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা রেখে এটি উচ্চারণ করবে। কিন্তু আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা না রেখে যদি এ কালিমা পাঠ করে, তবে কাফিরই থেকে যাবে। ইসলামে প্রবেশ করবে না। তবে তার বিধান হবে অন্যান্য মুনাফিকদের ন্যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُل إنْ كُنْتَم تُحبُّونَ اللَّه فَاتَّبعُونِي يُحببْكُمُ اللَّه ويَغفرْ لَكُم ذُنُوبكُم واللَّه غَفُور رَحيمٌ

বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা আলে ইমরান ৩:৩১)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَمنَ النَّاسِ من يَتَّخذُ منْ دُون اللَّه أَنْدَادًا يُحبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّه وَالَّذين آمنُوا أَشَدُّ حبًّا للَّه

আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মত ভালোবাসে। অথচ যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর জন্য ভালোবাসায় দৃঢ়তর। *(সূরা আল বাকারা ২:১৬৫)*

৬। الانقياد আল ইনক্বিয়াদ (বশ্যতা স্বীকার করা বা মেনে নেয়া বা রাজী থাকা): আল ইনক্বিয়াদ হলো পরিত্যাগ ও উপেক্ষা করার বিপরীত। অর্থাৎ এ কালিমার তাৎপর্যকে মেনে নেয়া। এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করা এবং তার শরী'আতের কাছে আত্মসমর্পণ করা। যদি এ কালিমা মুখে উচ্চারণ করে কিন্তু আল্লাহর ইবাদত এককভাবে না করে, তার শরী'আতের কাছে আত্মসমর্পণ না করে; বরং তা থেকে অহংকার প্রদর্শন করে, তবে সে এমন মুসলিম হবে যেমন ছিল ইবলিস ও তার দলবল।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ

আর তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তার কাছে আত্মসমর্পণ কর। *(সূরা আয যুমার ৩৯:৫৪)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ

আর দীনের ব্যাপারে তার তুলনায় কে উত্তম, যে সৎকর্মপরায়ণ অবস্থায় আল্লাহর কাছে নিজেকে পূর্ণ সমর্পণ করল। *(সূরা আন নিসা ৪:১২৫)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾

আর যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, সে তো শক্ত রশি আঁকড়ে ধরে। *(সূরা লুকমান ৩১:২২)*

৭। **الْقبول আল ক্বুবূল (গ্রহণ করা):** আল-ক্বূবূল হলো প্রত্যাখ্যান ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার বিপরীত। এ কালিমা দ্বারা যা প্রমাণ হয়, যেমন খালিছভাবে এক আল্লাহর ইবাদত করা এবং তিনি ব্যতীত সব ধরণের ইবাদতকে বর্জন করা। এ নীতিকেই আঁকড়ে ধরা ও তাতে সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না *(সূরা আলে ইমরান ৩:৮৫)*

৮। **الكفر আল কুফরু (অস্বীকার করা):** আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত করা হয় তা অস্বীকার করা। অর্থাৎ গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ব্যতীত অন্যের) ইবাদত থেকে নিজেকে মুক্ত করা এবং তা যে বাতিল তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

অতএব, যে ব্যক্তি ত্বগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(সূরা আল বাকারা ২:২৫৬)*

مَن قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ او من وحَّدَ الله، وكَفَر بِمَا يعبد من دُون الله، حرم مالُه، ودمه، وحسابه عَلَى الله

যে ব্যক্তি স্বীকার করে 'আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ-উপাস্য নেই অথবা আল্লাহকে একক উপাস্য মেনে নেয়। আর আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করে, তার জান-মাল নিরাপদ। তার হিসাব হবে আল্লাহর কাছে[৯]।

যখনই কোন ব্যক্তি এর অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং সঠিক পথে চলবে, সে এমন মুসলিম হিসাবে গণ্য হবে যার জান ও মাল অন্যের জন্য হারাম হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ﴾

"আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রসূল পাঠিয়েছি এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, আর 'ত্বগূত" বর্জন করবে। *(সূরা আন-নাহাল ১৬:৩৬, সূরা আল আরাফ ৭:১৫১, সূরা আল বাকারা ২:১৫১)*

ত্বগূত: আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত বা উপাসনা করা হয় এবং উপাস্য সে উপাসনায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে সেই ত্বগূত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত মানুষ স্বেচ্ছায়-সন্তুষ্ট চিত্তে যার ইবাদত করে, যাকে আহ্বান করে সেই ত্বগূত। মূলতঃ ত্বগূত হচ্ছে শয়তান। এছাড়া দেবতা, আল্লাহর হুকুমের বিপরীত হুকুম প্রদানকারী নেতা বা ইমাম, আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী অত্যাচারী শাসক সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যান্য মাবূদগণ যদি উক্ত ইবাদতের প্রতি সন্তুষ্ট না থাকেন, যেমন-নাবী-রসূলগণ, ছ্বলিহীন, ফেরেশতামণ্ডলী প্রভৃতি, তবে তারা ত্বগূত নন। অনেক মানুষ এদের ইবাদত করে থাকে; কিন্তু তারা তাতে সন্তষ্ট নন।

[৯] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৩।

ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামীমী রহিমাহুল্লাহ ১০টি ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় উল্লেখ করেছেন।

১। আল্লাহর ইবাদতে শিরক করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তার সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করল, সে যেন অপবাদ আরোপ করল। *(সূরা আন নিসা ৪: ৪৮, ১১৬।)*

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। *(সূরা আল মায়িদা ৫:৭২।)*

এ সমস্ত শিরকের উদাহরণ: যেমন- মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া, আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য কুরবানী করা, মান্নত করা ইত্যাদি।

২। আল্লাহ তা'আলা এবং বান্দার মাঝে মাধ্যম তৈরী করে তাদেরকে ডাকা, তাদের নিকটে সুপারিশ তলব করা এবং তাদের উপর ভরসা করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّٰهِ زُلْفَىٰ﴾

আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা কেবল এজন্যই তাদের 'ইবাদত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।' *(সূরা আয যুমার ৩৯:৩)*

যারা এরূপ করবে তারা আলিমগণের সর্বসম্মতিক্রমে কাফির হয়ে যাবে।

৩। যারা মুশরিকদেরকে কাফির মনে করে না এবং তাদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের পথকেও সঠিক মনে করেঃ এরূপ আক্বীদাহ পোষণকারী ব্যক্তিও কাফির।

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴾

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্বীয় পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা যেগুলোর ইবাদত কর, আমি তাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত। *(সূরা আয যুখরুফ ৪৩:২৬)*

৪। যারা বিশ্বাস করে যে, অন্যের হিদায়াত রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিদায়াত অপেক্ষা অধিক পরিপূর্ণ অথবা অন্যের (বিচার ফায়ছালা) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিচার ফায়ছালা থেকে উত্তম[১০]।

যেমনঃ ঐ সমস্ত লোক যারা ত্বগূতের (আল্লাহদ্রোহী শক্তির) বিধানকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধানের উপর প্রাধান্য দেয়। ঐ সমস্ত লোকেরাও এর অন্তর্ভুক্ত যারা মানব রচিত বিধানকে ইসলামী বিধানের উপর প্রাধান্য দেয়। *(দেখুন, সূরা আন নিসা ৪:৬০-৬১, সূরা আল মায়িদা ৫:৪৪)*

৫। যে ব্যক্তি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন সে অনুযায়ী আমল করা সত্ত্বেও এর কোন বিষয়ের প্রতি ক্রোধ (বিদ্বেষ), অবজ্ঞা পোষণ করবে সে কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ذَلكَ بأَنَّهُم كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللهُ فَأَحبطَ أَعمالَهُم﴾

তা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। অতএব তিনি তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন। *(সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:৯)*

৬। যে ব্যক্তি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীনের কোন অংশ, নেকী অথবা শাস্তি নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করবে সে কাফির হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُل أَبِاللهِ وَآيَاته ورسُوله كُنْتم تَستَهزِئُونَ ۞ لَا تَعتَذِروا قَدْ كَفرتُم بعد إِيمَانكُمْ ﴾

আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তার হুকুম আহ্কামের সাথে এবং তার রসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছিলে? ছলনা করো না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। *(সূরা আত তাওবা ৯: ৬৫-৬৬)।*

---

[১০] দেখুন, সূরা আন নিসা ৪:৬৫

৭। যাদু করা: এর অন্তর্ভুক্ত হলো, দু'ব্যক্তির মাঝে বিচ্ছেদ অথবা ভালোবাসা সৃষ্টি করা। (সম্ভবত শাইখ এর দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন, এমন কাজ যার দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ বা তাদের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়)। যে এরূপ করবে অথবা এতে সন্তুষ্ট থাকবে সে কাফির। এর দলীল হলো আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ﴾

তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। *(সূরা আল বাক্বারা ২: ১০২)।*

৮। মুশরিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য সহায়তা করা। এ ব্যক্তি কাফির হওয়ার দলীল আল্লাহর বাণী,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ ﴾

হে মুমিণগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (*সূরা আল মায়িদা ৫:৫১)।*

৯। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, এমনও কিছু লোক রয়েছে যারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **এর শরী'আত মানতে বাধ্য নয়।**

যেমন, খিজির আলাইহিস সালাম মূসা আলাইহিস সালাম এর শরী'আতের আওতাভুক্ত ছিলেন না। এরূপ আক্বীদাহ (বিশ্বাস) পোষণকারী ব্যক্তি কাফির। শাইখ ছ্বলিহ আল ফাওযান বলেন, এর আওতাভুক্ত হবে অতিরঞ্জণকারী সূফীদের আক্বীদাহ বা বিশ্বাস: তারা এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে যে, ঐ স্তরে তাদের জন্য রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করার প্রয়োজন হয় না!! এমন আক্বীদাহ পোষণকারী সূফীরাও কাফির। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴾

আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন চায়, তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না। বরং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। *(সূরা আলে ইমরান ৩:৮৫)।*

১০। আল্লাহর দীন (ইসলাম) হতে সম্পূর্ণ বিমূখ থাকা। ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা এবং সে অনুযায়ী আমল না করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أُنذِرُواْ مُعۡرِضُونَ ﴾

আর কাফিরদের যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। *(সূরা আল আহকাফ ৪৬:৩)।*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعۡرَضَ عَنۡهَآۚ إِنَّا مِنَ ٱلۡمُجۡرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾

যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে যালিম আর কে? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিব। *(সূরা আস সাজদাহ ৩২:২২)।*

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব রহি. বলেন: উপরোক্ত ঈমান বিনষ্টকারী কাজ ঠাট্টা-বিদ্রূপের সাথে করা হোক অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হোক কিংবা ভয় করে করা হোক তাতে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। তবে যাকে এ সকল বিষয় করতে বাধ্য করা হয় তার বিষয়টি ভিন্ন[১১]।

কালিমা বিনষ্টকারী প্রতিটি বিষয়ই কঠিন ও মারাত্মক। এ সকল বিষয় অধুনা বিশ্বে অহরহ সংঘটিত হচ্ছে। অতএব, মুসলিম ব্যক্তির উচিত এগুলো থেকে বেঁচে থাকা এবং নিজেও এসকল বিষয়ে সতর্ক থাকা। আমরা আল্লাহর নিকটে তার ক্রোধ ও কঠিন শাস্তি আবশ্যককারী বিষয়াবলী হতে আশ্রয় চাচ্ছি[১২]।

জেনে বা না জেনে বা ভুলে উপরে বর্ণিত কোন এক বা একাধিক পাপ কেউ করলে তাকে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। খালিছ দিলে তাওবা করতে হবে, অনুশোচনা করতে হবে ও অনুতপ্ত হতে হবে। ভবিষ্যতে এমন পাপের ধারে কাছেও আর যাবে না, এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তার এ তাওবা হতে হবে মৃত্যুর পূর্বে। এতে ইনশা আল্লাহ তার তাওবা কবুল করা হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করবেন। আল্লাহর নামতো তাওয়াব এবং তিনি গফুরুর রহীম।

---

[১১] দেখুন, সূরা আন নাহল ১৬:১০৬।

[১২] মাজমূ আত তাওহীদ আন নাজদিয়্যাহ ৩৭-৩৯।